চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়

জেলা-চুয়াডাঙ্গা

www.chuadangapourashava.org

Email- chuadangapourasava@lgd.gov.bd

পৌর প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান সমন্বয় কমিটির ২৫তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব শারমিন আক্তার, প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।
স্থান : পৌরসভা মিলনায়তন
তারিখ : ২৬-১০-২০২৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল : ১১.০০ ঘটিকা

সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতির ও স্বাক্ষর- মাসিক সভার হাজিরা রেজিষ্টারে সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং	সভায় উপস্থিত সদস্য গণের নাম	মন্তব্য
০১	জনাব মো ঃ শাহিনুর ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা।	উপস্থিতির স্বাক্ষর হাজিরা রেজিষ্টার খাতায় সংরক্ষিত
০২	জনাব মো ঃ শহিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুয়াডাঙ্গা।	
০৩	জনাব মো ঃ আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।	
০৪	জনাব মো ঃ নুরুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।	
০৫	জনাব মো ঃ আনিসুর রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার, চুয়াডাঙ্গা।	
০৬	জনাব মো ঃ তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।	

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাতে সদ্য নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে জনাব মো ঃ আজিজ খাঁন যোগদান করেছেন। তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সদ্য যোগদানকৃত নির্বাহী প্রকৌশলী, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সভায় উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন এবং কুশলাদি বিনিময়সহ সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন। কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে পৌরসভার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নে
০১	**পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন:-** সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তিথি মিত্র বিগত ইং ২২-০৯-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। সভার কার্যবিবরণীর বিবিধ কলাম ১০ এ বর্ণিত মশার লার্ভা ধ্বংস করার জন্য ৪০ লিটার জুবাস কীট নাশক ক্রয় করার সিদ্ধান্ত থাকলেও জুবাস কীটনাশক খুব বেশী কার্যকর না হওয়ার কারণে জুবাস কীটনাশকের পরিবর্তে ডেসিস কীটনাশক ক্রয়ের সিদ্ধান্ত সংশোধন পূর্বক সর্বসম্মত ভাবে দৃঢ়ীকরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	(ক) ২৪ তম সভার কার্যবিবরণী সংশোধন পূর্বক সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদন হয়	পৌর পরিষদ
০২	**ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে আলোচনা:-** ট্রেড লাইসেন্স আদায় নিয়ে আলোচনাকালে সভায় উপস্থিত লাইসেন্স পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল মুহাইমিন পলাশ বলেন লাইসেন্স এর কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে মোট ২৮২ টি এবং আয় হয়েছে ৮,১৭,৪১৩/-টাকা। আলোচনা কালে ট্রেড-লাইসেন্স পরিদর্শক জানান স্বর্ণপট্রির ব্যবসায়ীদের ইতোপূর্বে কয়েকবার নোটিশ দিয়েছি ট্রেড-লাইসেন্স করার জন্য। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। এছাড়াও তিনি সভায় প্রস্তাব করেন যে, ট্রেড-লাইসেন্স আদায় বাড়াতে হলে প্রতি মাসে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বকেয়া লাইসেন্স ধারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। সভায় আলোচনা পূর্বক স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সকলকে চুড়ান্ত নোটিশ প্রদান এবং রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও বকেয়া ট্রেড-লাইসেন্স আদায়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের কথা বলেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(১) বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স আদায়ে আরো সচেষ্ট হওয়াসহ অভিযান অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) রাজস্ব আদায় কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় পূর্বক পৌর নাগরিক সেবা প্রদান অব্যহত রাখাসহ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতি মাসে অন্তত ০২ টি অভিযান মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবেন মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পূর্বে বকেয়া ট্রেড-লাইসেন্সের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য লাইসেন্স পরিদর্শককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (৪) বকেয়া ট্রেড-লাইসেন্স আদায়ের জন্য পৌরসভার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্য বৃন্দ হলেন- জনাব নার্গিস জাহান, সেনেটারী ইন্সপেক্টর, কর নির্ধারক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও ট্রেড-লাইসেন্স পরিদর্শক জনাব আব্দুল মুহাইমিন পলাশ ও রেজাউল ইসলাম	লাইসেন্স শাখা

০৩	<u>পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা:-</u> (ক) সভায় উপস্থিত পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিছুজ্জামান জানান RUTDP প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে ১৭% সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজের মান সন্তোষজনক। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে তাগিদ দেয়ার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি চলমান RUTDP প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নকালে ড্রয়িং, ডিজাইন এর কিছু ভুল পরিলক্ষিত হওয়ায় উক্ত কাজের রিভাইজ প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরন করা হয়েছে।	(ক) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাতে অসন্তোষ প্রকাশ করাসহ কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ করার তাগিদ দেওয়া। সরকারী উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ১৩ টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হওয়ায় কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৌশল বিভাগ
	(খ) সভাকে তিনি আরো জানান সরকারী উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ১৩ টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি গড়ে প্রায় ৮০%। কাজের মান সন্তোষজনক। উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ০২ টি প্যাকেজে কিছু কাজ এবং স্থান পরিবর্তন করার বিষয়ে সভায় প্যাকেজ দুইটির নাম এবং কি কি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন সে বিষয় তুলে ধরেন। প্যাকেজ নং CP/ADP/IFT-01.26/W-10 এর (C) নং কাজটি বনানীপাড়া মোঃ মিজান এর বাড়ি হতে আলি জোয়ার্দ্দার এর বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা এবং ব্রিক ড্রেনটি ৭৫ মিটার ধরা ছিল। কাজটি ৫৭ মিটার বাস্তবায়ন করার পর জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক বাস্তবতার আলোকে অসমাপ্ত কাজটি বনানী পাড়ার আহাম্মেদ মন্ডলের বাড়ি হতে আলিমুদ্দিন মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন এবং রাস্তাটির অসমাপ্ত ১৮ মিটার কাজ পরিবর্তে ৩৭ মিটার সিসি রাস্তা নির্মাণ করার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপস্থাপন করেন। সে মোতাবেক কাজটি প্রাক্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রিভাইজ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন সভায় উপস্থাপন করা হয় (নথিতে সংরক্ষিত)। এছাড়াও CP/ADP/IFT-01.26/W-09 নং প্যাকেজের (D) নং কাজটি বেলগাছি রোড ডাঃ মিলন সাহেবের বাড়ি হতে সাংবাদিক সাইফ জাহান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার কারনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক চুক্তি মুল্যের মধ্যে সিমাবদ্ধ রেখে একটি নতুন রাস্তার প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত রাস্তাটি দক্ষিণ গোরস্থান পাড়া বাগানবাড়ি কটেজ হতে খান কটেজ পর্যন্ত রাস্তাটি সিসি করার জন্য প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৬৪,২৮১/- টাকা(নথিতে সংরক্ষিত আছে)। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জনস্বার্থ বিবেচনা করে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।	(খ) বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ১৩ টি প্যাকেজ কাজের মধ্যে প্যাকেজ নং CP/ADP/IFT-01.26/W-10 এর (C) এবং CP/ADP/IFT-01.26/W-09 নং প্যাকেজের (D) এর সংশোধিত স্থান ও প্রাক্কলন সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/উপসহকারী প্রকৌশলী
	(গ) পৌরসভার নক্সাকার জনাব মো ঃ আল-আমিন কবির জানান সেপ্টেম্বর-২০২৬ মাসে নক্সা অনুমোদন করার জন্য ১৪ টি আবেদন জমা পড়েছে। সেপ্টেম্বর-২০২৬ মাসে নক্সা বাবদ আয় হয়েছে ১,৮৩,৭৪০/-টাকা। এছাড়াও যে সকল বাড়ির লে-আউট দেওয়া হবে তাঁর ছবি তুলে কর্তৃপক্ষকে দেখানোর জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। পৌরসভার সার্ভেয়ার জনাব মোঃ আবুল হাসেম বলেন সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মাসে জমির আইল সীমানা পরিমাপ করা হয়েছে ২০টি এবং আয় হয়েছে ৬০,০০০/-টাকা। সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক বলেন যে, পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা প্ল্যান বহির্ভূত ভাবে অনেক স্থাপনা এবং ভবন নির্মিত হচ্ছে যা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এছাড়াও এ ধরণের কাজের ফলে জনভোগান্তি তৈরী হচ্ছে এবং অনেক অভিযোগ কার্যালয়ে দাখিল হচ্ছে। সকল অভিযোগ সরেজমিনে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নক্সাকার ও সার্ভেয়ারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(গ) পৌর অধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কোন স্থাপনা বা ভবন নির্মাণের পূর্বে অবশ্যই পৌর কর্তৃপক্ষের সার্ভে সেকশনের মাধ্যমে পরিমাপ পূর্বক ভবন বা স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নক্সাকার/সার্ভেয়ারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পৌরসভা থেকে অনুমোদিত বাড়ির প্ল্যানের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার নক্সাকার ও সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে লে-আউট দেয়াসহ ছবি তুলে সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপনের জন্য সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকৌশল বিভাগ/নক্সাকার/সার্ভেয়ার
	(ঙ) বিদ্যুৎ শাখা: সভায় উপস্থিত সড়কবাতি পরিদর্শক জনাব মো ঃ আনিছুর রহমান বলেন সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে পৌরসভার ০৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট ১৭৯ টি এলইডি বাল্ব স্থাপন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মধ্যে স্থাপিত ৯৫% সড়কবাতি সচল আছে। সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার পোলের সড়কবাতি গুলি সচল রাখার জন্য সড়কবাতি পরিদর্শককে নির্দেশনা দেন।	(ঙ) পোলের সেড পাওয়া মাত্রই বিভিন্ন স্থানে রোড লাইট স্থাপন করা চলমান থাকবে। সড়কবাতি গুলি সচল রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।	উপ সহকারী প্রকৌশলী/বিদ্যুৎ সুপারভাইজার

০৪	<u>পৌরসভার বিগত মাসের আয় ব্যয় এর হিসাব বিবরণী প্রসঙ্গে আলোচনা:-</u> সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার সেপ্টেম্বর, ২৬ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে চাইলে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মো ঃ রিয়াজুল ইসলাম সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর,২৬ মাসে পানি শাখার গত মাসের জের ৩০,২৩,৯৮৬/- টাকা এবং চলতি আয় ৪৭,৯০,৮৯৭/- টাকা। সর্বমোট আয় হয়েছে ৭৮,১৪,৮৮৩/- টাকা ও চলতি মাসে ব্যয় হয়েছে ৩০,৭৩,৩৫৩/-টাকা উদ্বৃত্ত জের ৪৭,৪১,৫৩০/- টাকা এবং রাজস্ব খাতের গত মাসের জের ২,৮২,৪৮,৯২৭/-টাকা এবং চলতি মাসের আয় ২,৩২,০৪৫৩৮/-টাকা, সর্বমোট আয় ৫,১৪,৫৩,৪৬৫/-টাকা ও চলতি মাসে রাজস্ব খাতের মোট ব্যয় ৫১,১৮,৫০৩/-টাকা উদ্বৃত্ত জের ৪,৬৩,৩৪,৯২৬/-টাকা। হিসাব সঠিক থাকায় আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত হয়।	কম্পিউটারাইজড হিসাব সংরক্ষণ করার কাজ চলমান রাখা ও আয় ব্যয়ের হিসাব সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
০৫	<u>পৌরকর আদায়ের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা:-</u> সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার চলতি অর্থ বছরের পৌরকরের দাবী ও আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে অত্র পৌরসভার কর আদায়কারী জনাব মোঃ আশরাফুল আলম জানান যে, মোট দাবী ৯,০৫,৮৪,৯৪৬/-টাকা এবং সেপ্টেম্বর/২৬ মাসে বকেয়া আদায় ৫৫,৮৫,০০০/- টাকা এবং হাল আদায় হয়েছে ১,২১,১৫,০০০/- টাকা সর্বমোট আদায় হয়েছে ১,৭৭,০০,০০০/-টাকা। সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার বকেয়া পৌরকর আদায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।	বকেয়া পৌরকর আদায়ের ক্ষেত্রে কর শাখার প্রধানকে অন্যান্য আদায়কারীদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পেইন করার মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	এসেসর/কর শাখা
০৬	<u>স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যাবলী সর্ম্পকে আলোচনা:-</u> সভায় উপস্থিত পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তিথি মিত্র চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। সভায় উপস্থিত স্যানিটারী ইন্সপেক্টর জনাব নার্গিস জাহান সভায় জানান সেপ্টেম্বর,২৬ মাসে জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ২৭৬ টি তন্মধ্যে পুরুষ ১৫০ জন ও নারী ১২৬ জন এবং এক বছরের নীচে ১৩৬ জন। ৪৫ দিনের মধ্যে শিশু নিবন্ধন ৩৩ টি। মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ৩৭ টি তন্মধ্যে পুরুষ ২০ জন ও নারী ১৭ জন। শিশু নিবন্ধন কম হওয়ায় সভা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শিশু জন্ম নিবন্ধন হার বৃদ্ধির জন্য তিনি কিছু দিক নির্দেশা প্রদান করেন। জন্ম নিবন্ধনে User ID থেকে ২৫,৮০০/-টাকা এবং বিবিধ রশিদের মাধ্যমে ১,০৬,৮৫০/-টাকা আয় হয়েছে। সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের হার বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশনা দেন।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের হার বৃদ্ধির জন্য আরো দায়িত্বশীল হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/টিকাদান সুপারভাইজার
০৭	<u>ক) স্যানিটেশন সম্পর্কে আলোচনা ও পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা:-</u> সভায় উপস্থিত স্যানিটারী ইন্সপেক্টর জনাব নার্গিস জাহান বলেন স্যানিটেশন কার্যক্রম সঠিক ভাবে চলমান আছে। পৌরসভার ০৩টি বাজারে (বড় বাজার, কেদারগঞ্জ বাজার ও রেল বাজার) সেপ্টেম্বর-২০২৬ ইং মাসে গরু জবেহ করা হয় ১৮৮ টি, ছাগল ৭৬২ টি। এছাড়াও তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনাপত্তিনামাসহ হাট-বাজারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ভোক্তা অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে খাদ্যে ভেজাল রোধ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনাপত্তিনামা প্রদানের বিষয়ে পরিবেশগত সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পার্কিং ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিবেদন গ্রহন সাপেক্ষে অনাপত্তিনামা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) নিয়মিত হাট-বাজার পরিদর্শন পূর্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) ভোক্তা অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা এবং এ কার্যালয়ের সেনিটারী ইন্সপেক্টর মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল রোধ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর
০৮	<u>ক) টিকাদান কর্মসুচী সর্ম্পকে আলোচনা:-</u> ক) সভায় টিকাদান কর্মসুচি সম্পর্কে জানতে চাইলে টিকাদান সুপারভাইজার জনাব মোঃ আলী হোসেন সেপ্টেম্বর/২০২৬ মাসে কাজের বিবরণ অত্র সভায় পেশ করেন। বিবরণ ঃ-বিসিজি-২১০ টি, পেন্টা-১ =২০৭ টি, পেন্টা-২ = ১৩৩টি, পেন্টা-৩= ১০৯টি, পোলিও-১= ২০৭ টি, পোলিও-২= ১৩৩ টি, পোলিও-৩= ১০৯টি, পিসিভি-১= ২০৭টি, পিসিভি-২= ১৩৩টি, পিসিভি-৩= ১০৯টি, এম আর-১= ১২৩টি, এম আর-২=১০০, আইপিভি-১= ১০৯ টি, আইপিভি-২= ০ টি, টিডি-১= ৯৫ টি, টিডি-২= ১২১ টি, টিডি-৩= ৯২ টি, টিডি-৪= ৯৩ টি, টিডি-৫= ১৫৬ টি প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার টিকাদান কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য টিকাদান সুপাইভাইজার জনাব মোঃ আলী হোসেনকে নির্দেশনা দেন।	টিকাদান কার্যক্রম আরো গতিশীল করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	টিকাদান সুপারভাইজার

	<u>খ) ময়লা-আবর্জনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম জোরদার বিষয়ে আলোচনা:</u> সভায় উপস্থিত পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক জনাব মো ঃ জুবায়ের রহমানের নিকট জানতে চান। প্রশাসক মহোদয়ের প্রশ্নের জবাবে কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক জনাব মোঃ জুবায়ের রহমান জানান শহরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ চলমান আছে। কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়াও তিনি আরো জানান পৌরসভা কর্তৃক মাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি মডিউল প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত মডিউল অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ চলমান আছে। ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রার্দুভাব রোধ করার জন্য বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচীসহ প্রতিনিয়ত ফগার মেশিন এবং হস্ত চালিত মেশিন দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্প্রে চলমান আছে।	(১) শহরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান আছে। কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়। পৌরসভা কর্তৃক মাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মডিউল অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ চলমান রাখাসহ ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রার্দুভাব রোধ করার জন্য বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচী এবং প্রতিনিয়ত ফগার মেশিন এবং হস্ত চালিত মেশিন দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধনের স্প্রে চলমান রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক
০৯	<u>পানি শাখার কার্যাবলী প্রসঙ্গে আলোচনা:</u> সভায় উপস্থিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিছুজ্জামান দায়িত্ব প্রাপ্ত (পানি সরবরাহ শাখা) শাখা নিম্ন আকারে সেপ্টেম্বর/২৬ মাসের কাজের প্রতিবেদন অত্র সভায় দাখিল করেন। নতুন সংযোগ ১৫ টা, পুনঃ সংযোগ ০২ টা, ডায়া উন্নয়ন ০০ টা, নাম পরিবর্তন ০০ টা, স্থান পরিবর্তন-০০টা, ডায়া কর্তন-০৩ টা (খেলাপি গ্রাহক), ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর/২৬ পর্যন্ত মোট দাবী = ৩,০২,৯২,৮১৪/-টাকা। তন্মধ্যে বকেয়া দাবীর পরিমান =৪৯,২৪,২১৪/-টাকা। সেপ্টেম্বর-২০২৬ মাসে মোট আদায় হয়েছে = ৬৫,২০,৮৪৯/-টাকা, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বর-২০২৬ মাসে বকেয়া আদায়ের পরিমান ৫,৩১,৫৪০/-টাকা। কম্পিউটার/লেজার পোষ্টিং ৫৬২১ টা, মোট পানির গ্রাহক সংখ্যা ৮,০৮১ (কর্তন ১২৪০) মোট = ৬,৮৪১ টি। মোট মটর গ্রাহক সংখ্যা ৯৮৪ টি। পানির বকেয়া বিল আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় পৌর প্রশাসক জনাব শারমিন আক্তার বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে আরো সক্রিয় হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।	(১) পানি শাখার আয় বৃদ্ধির জন্য কর্মরত সবাইকে বকেয়া বিল আদায়ের জন্য লাইন কর্তনের কাজ চলমান রাখা এবং আরো দায়িত্বশীল হওয়া জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (২) বকেয়া বিলের কত টাকা আদায় হয়েছে আগামী সভাতে উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/বিলক্লার্ক

১০	বিবিধ-(১) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রচার সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা কালে পৌরসভার কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক সভাকে জানান যে, পৌরসভা রুটিন মাফিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাযক্রমসহ নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম চলমান আছে। সেই সাথে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক সপ্তাহের প্রতি শনিবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ ডেঙ্গু মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অংশীজনদের নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সভাকে তিনি আরো জানান মশার লার্ভা ধ্বংশ করার জন্য জুবাস কীটনাশক খুববেশী কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হয় না তবে ডেসিস কীটনাশক সব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে।	(ক) বিধি মোতাবেক স্থানীয় ভাবে ফগার মেশিনে ব্যবহারের জন্য ৩৫ লিটার ডেসিস কীট নাশক ক্রয় করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। (খ) পৌরসভাধীন সকল পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন সংক্রান্ত ব্যয় উল্লিখিত উন্নয়ন বাজেটে পৌরসভার জন্য "মশক নিধনের কার্যক্রম/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রচার" উপখাত হতে ব্যয় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক/টিকাদান সুপার ভাইজার
	বিবিধ-(২) পয়:বর্জ্য সংযোগ দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত- পৌর এলাকার মধ্যে যে সকল বাড়ির মালিকগণ পৌরসভার ড্রেনের সাথে তাদের বাড়ির পয়:বর্জ্য নিষ্কাশন সংযোগ দিয়েছে তাদের অবস্থান নির্ণয় করে পৌর বিধি মোতাবেক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানাসহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং তাদেরকে পৌরসভা কর্তৃক সকল সেবা বন্ধ করে দেয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) পৌরসভার ড্রেনের সাথে বাড়ির পয়:বর্জ্য নিষ্কাশন সংযোগ পাওয়া গেলে বা তাদের অবস্থান নির্ণয় করে পৌর বিধি মোতাবেক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানাসহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং তাদেরকে পৌরসভা কর্তৃক সকল সেবা বন্ধ রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক
	বিবিধ-(৩) পৌরসভার পাজেরো জীপ গাড়ি মেরামত করা প্রসঙ্গে- (ক) পৌরসভার একমাত্র পাজেরো জীপ গাড়িটি যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর চুয়াডাঙ্গা-ঘ-১১-০০০৭ মেরামতের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তাবসহ বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ মেরামতের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) পৌরসভার একমাত্র পাজেরো জীপ গাড়িটি যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর চুয়াডাঙ্গা-ঘ-১১-০০০৭ মেরামতের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তাবসহ বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ মেরামতের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নক্সাকার
	বিবিধ-(৪) দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা- সভায় কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর জানান যে, আমাদের যে সমস্ত লেবার, সুইপার, ভ্যান চালক, ঝাড়ুদার আছে তাদের দৈনিক হাজিরা বৃদ্ধি না করলে কাজে আসতে চাচ্ছে না। শুধু তাই নয় ইতোমধ্যে এক দিন তারা কাজে আসে নাই। তিনি আরো বলেন এতঅল্প টাকায় তারা কাজ করতে চাচ্ছে না। তাদের দাবী আমাদের হাজিরা বৃদ্ধি করতে হবে। হাজিরা বৃদ্ধি না করলে এই অল্প টাকায় আমরা সংসার চালাতে পারছি না। সভায় প্রতিটি লেবার, সুইপার, ভ্যান চালক, ঝাড়ুদারদের দৈনিক হাজিরার পরিমান পড়ে শুনানো হয়। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাতে সার্বিক দিক বিবেচনা করে প্রত্যেককে দৈনিক ৩০/-টাকা হারে হাজিরা বৃদ্ধির জন্য সভায় একমত পোষণ করেন।	(ক) সামগ্রিক বিবেচনায় পৌরসভায় কর্মরত সকল লেবার, সুইপার, ভ্যান চালক, ঝাড়ুদারদের দৈনিক হাজিরা ৩০/-(ত্রিশ) টাকা হারে বৃদ্ধি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত নভেম্বর,২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও বাসাবাড়ীর ময়লা সংগ্রহকারী লেবারদের দৈনিক হাজিরা ৩০/-ত্রিশ) টাকা হারে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক
	বিবিধ-(৫) পৌরসভার ট্রেড-লাইসেন্স বাংলা ও ইংরেজীতে দেওয়া প্রসঙ্গে। পৌরসভার ট্রেড-লাইসেন্স পরিদর্শক ইংরেজীতে ট্রেড-লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে সভাকে জানান যে, অল্প সংখ্যক ট্রেড-লাইসেন্স গ্রাহক তাদের লাইসেন্স প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী ভার্সনে নিতে আসে। সেক্ষেত্রে ইংরেজী ভার্সনে লাইসেন্স কোন পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। তিনি আরো বলেন যেহেতু একজন গ্রাহক সরকারী ভ্যাট ও উৎসেকর দিয়ে লাইসেন্স নবায়ন বা নতুন ভাবে গ্রহন করেন। শুধু তাই নয় সকল কিছু অন লাইনে গ্রহন বা নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক ইংরেজী ভার্সনে লাইসেন্স নিতে হলে লাইসেন্সর মূল টাকাসহ ভ্যাট ও উৎসেকর চলে আসে। যেহেতু একজন গ্রাহক বাংলাতে লাইসেন্স নেওয়ার সময় সকল প্রকার সরকারী অর্থ জমা পূর্বক লাইসেন্স গ্রহন করছেন সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লাইসেন্সের মুল টাকা অথবা অর্ধেক টাকা বিবিধ রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার কথা বলেন। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বক রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) সকল ট্রেড-লাইসেন্স অন লাইনভুক্ত হওয়ায় সকল গ্রাহককে অবশ্যই প্রথমে বাংলাতে ট্রেড-লাইসেন্স গ্রহন করতে হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) বিশেষ প্রয়োজনে ইংরেজী ভার্সনে লাইসেন্স প্রত্যয়ন নিতে হলে গ্রাহকবৃন্দ লাইসেন্সের মুল টাকার ৬০% টাকা পৌরসভার বিবিধ রশিদের মাধ্যমে জমা গ্রহন পূর্বক ইংরেজী ভার্সন লাইসেন্স প্রত্যয়ন প্রদান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	লাইসেন্স পরিদর্শক
	বিবিধ-(৬) পৌরসভার মামলা পরিচালনার করার জন্য আইনজীবি নিয়োগ করা প্রসঙ্গে। পৌরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন হাট/বাজারসহ অন্যান্য মামলা পরিচালনার করার জন্য নতুন করে আইনজীবি নিয়োগ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় পৌরসভার জন্য নতুন আইনজীবি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) পৌরসভার পক্ষে মামলা পরিচালনা করাসহ আইনি কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আইনজীবি নিয়োগ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- (১)জনাব এ্যাডঃ আসাদুজ্জামান মিল্টন	সার্ভেয়ার

	বিবিধ-(৭) পৌরসভার বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করণের জন্য দরপত্র আহবান সংক্রান্ত- পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত ষ্টোর কিপার জনাব মোঃ আনিচুর রহমান ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিছুজ্জামান সভাকে জানান যে, পৌরসভাতে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক মালামাল ষ্টোরে জমা নাই। ষ্টোরে মালামাল না থাকায় বিশেষ করে বৈদ্যুতিক বাতি ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যাদি না থাকায় জরুরী ভিত্তিতে গ্রহনের জন্য আলোচনা হয়।	(ক) ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ করণের জন্য দরপত্র আহবান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ উপসহকারী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন
	বিবিধ-(৮) অত্র পৌরসভার জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেবের ভ্যান গাড়ি হারিয়ে যাওয়ায় মুয়াজ্জিন সাহেব আর্থিক সহযোগীতা প্রদানেরে জন্য আবেদন করেছেন। এছাড়াও মুয়াজ্জিনের ভ্যান হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রিন্ট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) মুয়াজ্জিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভ্যান গাড়ী ক্রয়ের জন্য ৬,০০০/-(ছয় হাজার) টাকা আর্থিক অনুদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলের সু-স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

২৯/১০/২৬

(শারমিন আক্তার)
প্রশাসক
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

স্মারক নং-চুয়াঃ পৌঃ/২০২৬/৯৭৬(১৫)

তারিখ: ২৯-১০-২০২৬ খ্রি.

➤ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:-

০১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

০৩। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।

০৪। প্রকল্প পরিচালক IUGIP এলজিইডি ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

০৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।

৬-১৩। জনাব.....সদস্য, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।

১৪। বিভাগীয়/শাখা প্রধান, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।

১৫। অফিস কপি, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।

২৯/১০/২৬

(শারমিন আক্তার)
প্রশাসক
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।